দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 AUG 1992
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

9

10

শিক্ষাঙ্গন

সহপাঠ চয়নিকা বইতে ভুল

প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত শিশুদের আনন্দ এবং জ্ঞান আহরণের জন্য পুনরায় চয়নিকা চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ে বইগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে। বইগুলোতে বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষণীয়। ১ম শ্রেণীর চয়নিকার প্রথমেই আমপাতা জোড়া জোড়া নামক কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছে। এই কবিতাটি ঐ শ্রেণীর বাংলা বইয়ের ৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে। একই শ্রেণীর চয়নিকায় পুনরায় মুদ্রিত হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। ২য় শ্রেণীর চয়নিকায় ৪র্থ শ্রেণীর কবিতা "যদি আমি" শামসুর রহমান রচিত কবিতাটি একটি স্তবক (চার-লাইন) বাদ দিয়ে ছাপানো হয়েছে। ৫ম শ্রেণীর চয়নিকায় সুফিয়া কামাল রচিত কবিতাটি "জন্মেছি মাগো তোমার যে কোলে" ৪র্থ শ্রেণীর বাংলা বইতেও আছে তাই পুনরায় কথা ও ছন্দ পরিবর্তন করে ৫ম শ্রেণীর চয়নিকায় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

সহপাঠ হিসেবে চয়নিকা বইগুলো চাহিদা অনুপাতে কম সরবরাহ করা হচ্ছে না। যার জন্য বই বিতরণের জন্য শিক্ষকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও লক্ষণীয় বিষয় সহপাঠ্য বইগুলো বিনামূল্যে বিতরণ করা হলেও বইতে মূল্যধার্য করা হয়েছে। উপরোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো আগামী সংস্করণে সংশোধন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের আশু দৃষ্টি কামনা করছি।

এ কে এম আবদুল মজিদ।

টাস্ক ফোর্স প্রণীত বই

যোগ্যতাসম্পন্ন, ব্যক্তিত্বশীল, মেধাবী নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক আইন (MCQ পদ্ধতি) প্রয়োগ বাংলাদেশ সরকারের মহতী প্রয়াস। উন্নত দেশগুলোতে এ পদ্ধতির প্রচলন সর্বজনবিদিত। তাদের অনুসরণে আমাদের দেশে এ পদ্ধতির প্রচলন। আমিও একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের এ মহতী প্রয়াসকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু, ৫০০ প্রশ্ন সম্বলিত নৈর্ব্যক্তিক বই বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে, যেটা থেকে বিগত মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন অর্থাৎ ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন এসেছে এবং বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায়ও আসবে। এর পরিণতি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় বেশীর ভাগ ছাত্র ৫০ নম্বরে ৪০ থেকে ৫০ নম্বরের মধ্যে পায়। অর্থাৎ রচনামূলক-এ যদি ০ নম্বরও পায়, তবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন দ্বারা সে অবশ্যই পাস করবে। অর্থাৎ সাধারণ গণিত ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ফেল করার অবকাশ নেই। অনেক ছাত্র মেইন বই পড়ার কোন প্রয়োজনও মনে করে না। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি প্রচলের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাকরণ ও গ্রামারের মত বিষয়ও বুঝবার প্রয়োজন মনে করে না।

...... এভাবে তারা অর্থাৎ বর্তমান ছাত্ররা পরিণত হবে তথাকথিত শিক্ষিত, যোগ্য নাগরিকে। আর তাই তথাকথিত শিক্ষিত, যোগ্য নাগরিকের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ৫০০ প্রশ্ন সম্বলিত নৈর্ব্যক্তিক বইয়ের চালু বন্ধ করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—সৈয়দ মোহাম্মদ সরওয়ার।